মুসলমানরা কাফির-মুশরিকদের থেকে অবশ্যই শক্তিশালী

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"মুসলমানরা কাফির-মুশরিকদের থেকে অবশ্যই শক্তিশালী"**।

পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়লা ইরশাদ করেন:

১। যদি মুসলমানদের মধ্যে বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ

হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। সুরা আনফাল ৮:৬৫

২। যেহেতু তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর।

الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। সুরা আনফাল ৮:৬৬

৩। কিন্তু দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসের সম্পত্তি (অস্থায়ী সম্পত্তি) কাফেরদেরকেই বেশি দেওয়া হয়।

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

To learn more click here

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ

وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

যদি (এ কথার) আশঙ্কা না থাকতো যে, (দুনিয়ার) সব মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে, তাহলে দয়াময় আল্লাহ তায়ালাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের ঘরের জন্য আমি রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম, যার উপর দিয়ে তারা উঠতো (নামতো),

তাদের ঘরের জন্য (সাজিয়ে দিতাম) রৌপ্য নির্মিত দরজা ও পালংক, যার উপর তারা হেলান দিয়ে বসলো,

(কিংবা, তারা হতো) স্বর্ণ নির্মিত, (আসলে) এর সব কয়টি জিনিসই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ; সূরা আয-যুখরুফ ৪৩: ৩৩- ৩৫

৪। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য পরিমাণমতো যাকে (যতটুকু) চান তার জন্য ততটুকু (রেযেকই) নাযিল করেন।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের রেযেকে প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা নিঃসন্দেহে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, তিনি বরং পরিমাণমতো যাকে (যতটুকু) চান তার জন্য ততটুকু (রেযেকই) নাযিল করেন; অবশ্য তিনি নিজের বান্দাদের (প্রয়োজন) সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ওয়াকেফহাল রয়েছেন, তিনি (তাদের প্রয়োজনের দিকেও) নজর রাখেন। সূরা আশ-শুরা ৪২: ২৭

৫। তবে মুমিন ও আমলে সালেহকারীদের বিনিময় বিনষ্ট করা হয় না। তাদের জন্য রয়েছে এক স্থায়ী জান্নাত।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

To learn more click here

আর যারাই (আল্লাহ তায়ালার) উপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে (তাদের কোনো আশঙ্কা নেই কেননা), যারা নেক কাজ করে আমি কখনো তাদের বিনিময় বিনষ্ট করি না।
তাদের জন্য রয়েছে এক স্থায়ী জান্নাত, তাদের পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তাদের সেখানে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের পোশাক, (উপরন্তু) তারা সমাসীন হবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের স্থানটি।
সূরা আল কাহাফ ১৮: ৩০, ৩১

সুতারাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মুমিনের প্রকৃত শক্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার উপর এস্তেকামাত (অটল-অবিচল) থাকা। পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপকরণকে নিজের সফলতা এবং ব্যর্থতার মানদণ্ডে পরিণত না করা।
হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে জাগতিক শক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রকৃত শক্তির (ঈমানী শক্তির) উপর নির্ভর করার এবং তার উপর দৃঢ়পদ হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here